162

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 8 MAR 1998 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১ ...

ছাত্র-রাজনীতি ঃ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও জাতির প্রত্যাশা

বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে সমগ্র বিশ্ব যখন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য জ্ঞান- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে মানুষ যখন মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বসবাসের চিন্তা করছে, তখন বাংলাদেশে চলছে ক্ষমতার জন্য লড়াই। ক্ষমতার এ লড়াইয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো, কি বিরোধী দল, কি ক্ষমতাসীন দল, জাতির মৌল শক্তি ও ভবিষ্যৎ কর্ণধার, বিশ্বের দরবারে জাতিকে তুলে ধরার একমাত্র vilal force যুবসমাজ তথা ছাত্রসমাজকে তাদের ক্ষমতা দখলের এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। যে কারণে প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ের খবর, যা কখনও কখনও খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়। যাদের হাতে থাকার কথা বই-খাতা-কলম, আজ তাদের হাতে শোভা পায় ককটেল, পিস্তল, রাইফেল। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে লেখাপড়ার পরিবর্তে চলে অস্ত্রের মহড়া। যে কারণে এককালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয় না এশিয়ার ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়। রাজনীতির কালো থাবায় পড়ে জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে চলেছে। ছাত্রসমাজ আজ বহুলাংশে জ্ঞানের দীনতার পরিচায়ক।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের বিভিন্ন ভাষণে এ সমস্যার প্রকটতা প্রকাশ পায়। ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার এব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলসহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আহবান জানান। কিন্তু প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল এ আহবানে নিস্পৃহ থেকেছে যদিও দেশের সাধারণ মানুষ প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে হাতিয়ার সমর্পণের রিস্কটি কেউই নিতে চাচ্ছে না।

একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ছাত্র-রাজনীতির নানান মহিমা কীর্তন করে ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করছে। ছাত্রদেরকে তারা ক্রীড়নকে পরিণত করে দলীয় স্বার্থ ও ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে ব্যবহার করে। ফলে ক্লাসের সেরা ছাত্রটিকেও একসময় অস্ত্রবাজে পরিণত হতে দেখা যায়। অবশ্যই ছাত্রদেরকে রাজনীতি সচেতন হতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনেই সৃষ্টি হয় ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো। আর যেহেতু ছাত্রসমাজই মূলত দেশের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু রাজনীতি সচেতন হওয়া আর বড় রাজনৈতিক দলের সেবাদাসে পরিণত হয়ে তাদের লেজুড়বৃত্তি করা এক নয়।

এটা সত্য যে, এ দেশের প্রতিটি জাতীয় সংকট মোকাবিলায় আমাদের ছাত্রদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। কিন্তু পরিবর্তিত দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের এখন ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। ২০০ বছরের বৃটিশ শাসনের পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল দেশের যুবসমাজ তথা ছাত্রসমাজ। ১৯৪৭সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর '৫২সালের ভাষা আন্দোলন, ৬২ সালের আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অবশেষে '৯০-এর সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনে এদেশের সচেতন ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ছিল সময়ের অপরিহার্য দাবী। সময়ের দাবীকে তারা অস্বীকার করতে পারেনি। এজন্য তারা প্রয়োজনে নিজেদের বুকের তাজা খুনে বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করেছে। ১৯৯১সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু ও সুন্দর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। গণতন্ত্রের লাল সূর্য উদিত হয় বাংলার আকাশে। '৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি দল এখন ক্ষমতায়। দেখা যাচ্ছে এদেশে একটি গণতান্ত্রিক ধারা সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই ধারা অব্যাহত রাখা এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার দায়িত দেশের প্রবীণ ও বিচক্ষণ রাজনীতিকদের। ছাত্রদের এখন সময় ঘরে ফেরার। স্বাধীনতার পর বিগত সিকি শতাব্দী ধরে ছাত্রসমাজকে রাজপথে প্রায় পুরোটা সময় কাটাতে হয়েছে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলনে। তাদের মূল কাজ 'জ্ঞানার্জনে'র অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এখন দেশে যখন একটি গণতান্ত্রিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে, তখন সময়ের দাবী ছাত্রসমাজের মূল কাজ অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে পূর্ণ মনোনিবেশ করা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধন করে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরবার কাজটি ছাত্রসমাজ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

> *ছাত্রদের এখন সময় ঘরে ফেরার। স্বাধীনতার পর বিগত সিকি শতাব্দী ধরে ছাত্রসমাজকে রাজপথে প্রায় পুরোটা সময় কাটাতে হয়েছে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলনে। তাদের মূল কাজ 'জ্ঞানার্জনে'র অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এখন দেশে যখন একটি গণতান্ত্রিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে, তখন সময়ের দাবী ছাত্রসমাজের মূল কাজ অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে পূর্ণ মনোনিবেশ করা।*

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা অনেক পিছিয়ে। পৃথিবী এগিয়েছে বহুদূর। উন্নত বিশ্ব দূরে থাক তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীগণ দলমত নির্বিশেষে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের জন্য শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে ছাত্রসমাজকে তাদের মূল কাজে মনোনিবেশ করার ব্যবস্থা করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশকে প্রস্তুত করবেন জাতির আজ এই প্রত্যাশা।

❑ আলী আজগর

SHEET — OF — SHEETS